গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা | ৮ - ১৪ জুলাই ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের শেষযাত্রা

মরদেহবাহী গাড়িটা তখন গোচরণের কাছাকাছি, তুমুল বৃষ্টিতে সামনের রাস্তা সাদা হয়ে গেছে। হঠাৎ খেয়াল হল বৃষ্টি মাথায় করে খালি গায়ে লুঙ্গি পরা এক মধ্যবয়সী ছুটে আসছেন হাত তুলে, একটু দাঁড়ান— গাড়ি থামতে দেখা গেল, তিনি একা নন, সঙ্গী পুরুষ মহিলা মিলিয়ে আরও তিন চারজন। কাচে হাত বুলিয়ে তাঁরা বলছেন, এই তো আমাদের দেববাবু। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের পলিটবুরো সদস্য, জয়নগরের সাত বারের বিধায়ক, দলের অবিভক্ত দক্ষিণ চব্বিশ

কলকাতায় কেন্দ্রীয় অফিসে কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

পরগণা জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার যে তাঁদেরই লোক। ৩০ জুন শেষযাত্রা এমন দৃশ্যের সাক্ষী হল বারবার।

২৮ জুন দুপুরেই জানা গিয়েছিল সেই দুঃসংবাদ, কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার আর নেই। মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিস্তীর্ণ এলাকায় গ্রাম-গঞ্জের একেবারে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে আকুল প্রশ্ন— 'এমন একজন মানুষ কি আর পাব'? এমনকি তাঁর দীর্ঘ ৩৪ বছরের পরিষদীয় ভূমিকার সূত্রে যে সমস্ত সাংবাদিকদের সাথে নানা আদানপ্রদান ঘটেছে, তাঁদের শোকপ্রকাশের ভাষার ছত্রে ছত্রেও ফুটে উঠেছে গভীর শ্রদ্ধা। মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় জীবনকে পরিচালনা করার সর্বদিকব্যাপী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার এমনই এক সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন।

সারা দেশেই দলের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে নেমে আসে শোকের ছায়া। কিন্তু

পাঁচের পাতায় দেখুন

সেদিন পুলিশের ব্যারিকেডই ভাঙেনি ভেঙেছে ভাবনার স্থবিরতাও

মানুষ ধরেই নিয়েছিল, যত অন্যায়ই হোক, যত দুর্নীতিই হোক, কেউ কিছু করবে না। সব দল শুধু আখের গোছাতেই ব্যস্ত। ঠিক তখনই যেন শোনা গেল ২৯ জুনের বজ্র নির্ঘোষ— এই অন্যায় চলবে না। এত অন্যায়, এত অনিয়ম, এত দুর্নীতি— কোনও কিছুই মুখ বুজে সইব না। পুলিশের লাঠি, টিয়ার গ্যাস, জলকামান— কোনও কিছুই আটকাতে পারেনি সেই প্রতিবাদকে। ২৯ জুনের আইন অমান্যে হাজার হাজার ছাত্র-যুবক শুধু পুলিশের ব্যারিকেডই ভাঙেনি, ভেঙে দিয়েছে মানুষের অনেক স্থবিরতা, অনড়তাও। পুলিশের নির্বিচার লাঠিচার্জকে যেভাবে মোকাবিলা করেছে ছাত্র-যুবকরা, তা মানুষকে আস্থা জুগিয়েছে, সাহস জুগিয়েছে। মানুষ যেমন এই পুলিশি অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করেছে, তেমনই বলেছে, হ্যাঁ, হবে। তোমরাই পারবে এই দুঃসহ অবস্থার বদল ঘটাতে।

সেই আস্থাই প্রকাশ পেয়েছে গত কয়েকদিন রাজ্য জুড়ে। দলের কর্মীরা আইন অমান্যের ছবি ও খবর সংবলিত 'গণদাবী' পত্রিকা বিক্রি করতে গেলে মানুষ সর্বত্র গভীর আগ্রহে তা সংগ্রহ করেছেন, গ্রাহক হয়েছেন, নিয়মিত দিতে বলেছেন, দলের আহত কর্মীদের খোঁজ নিয়েছেন, তাঁদের চিকিৎসার জন্য অর্থসাহায্য করেছেন। দক্ষিণ কলকাতার একটি পাড়ায় কর্মীরা যখন গণদাবী বিক্রি করছিলেন, অনেকটা যেন দৌড়েই এগিয়ে এলেন এক ভদ্রমহিলা। বললেন, "দিন আমাকে একটা কাগজ। আপনাদের কাগজ তো পড়বই। সে দিন ওই মেয়েটিকে দেখেছেন, পুলিশ যখন বাঁই বাঁই করে লাঠি ঘুরিয়ে মারছে, কী অদ্ভুত সাহসের সাথে সেই লাঠি ধরে লড়ল! আমরা সবাই দেখেছি টিভিতে।" যেন একনিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে গেলেন ভদ্রমহিলা। শাসক দলের সমর্থক এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে বললেন, "সপ্তাহে একটা করে বেরোয় তো আপনাদের কাগজ, আমাকে দিয়ে যাবেন। আপনারা সঠিক দাবি নিয়ে লড়ছেন।"

এক শিক্ষক বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, এসএসসি

চারের পাতায় দেখুন

জনজোয়ারে ভেঙে পড়ল পুলিশের ব্যারিকেড। ২৯ জুন, কলকাতা

নূপুর শর্মার দীক্ষাগুরুরা সাজা পাবে না কেন

ইসলাম ধর্মের পয়গম্বর হজরত মহম্মদ সম্পর্কে কদর্য মন্তব্যের জেরে বিজেপির সর্বভারতীয় মুখপাত্র নূপুর শর্মা সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টে তীব্রভাবে ভৎর্সিত হয়েছেন। এর আগে দেশে এবং বিদেশেও তিনি তীব্র নিন্দার সামনে পড়েছেন। গত মে মাসের শেষ সপ্তাহে 'টাইমস নাউ' চ্যানেলের একটি বিতর্কে তিনি পয়গম্বর সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন। নূপুর শর্মার ওই বক্তব্যের পরই সারা দেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল। ওই বক্তব্যের জেরেই উদয়পুরে খুনের মতো মর্মান্তিক ঘটনাও ঘটেছে। সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ সেই দিকে আঙুল তুলে বলেছে, নূপুরের মন্তব্য দেশে আগুন জ্বালিয়েছে।

নূপুরের ওই বিতর্কিত মন্তব্যের বিরুদ্ধে দিল্লি, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যে এফআইআর হয়েছে। গ্রেফতারির সামনে পড়তে হতে পারে আঁচ করে তিনি এন ভি শর্মা নামে সুপ্রিম কোর্টে এক আবেদনে জানান, যাতে বিভিন্ন রাজ্যে তাঁর বিরুদ্ধে মামলাগুলি একত্রিত করে দিল্লিতে সরিয়ে আনা হয়। এই আবেদনের পরই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা সেই মন্তব্য করেছেন।

কিন্তু হঠাৎ কেন দিল্লিতে মামলাগুলি সরিয়ে আনার প্রয়াস? কারণ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পুলিশ

দুয়ের পাতায় দেখুন

আসামের বন্যাত্রাণ তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর আবেদন

আসামে গত মে মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে বিধ্বংসী বন্যা পর্যায়ক্রমে আসছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ অভূতপূর্ব অবর্ণনীয় পরিস্থিতির মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

বর্ষা নামার আগেই প্রবল বৃষ্টি এবং ধস নেমে ডিমা-হাসাও গুয়াহাটি সহ রাজ্যের বহু জায়গায় বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নিয়েছে, যা থেকে পুনরুদ্ধার আজও হয়নি। ৩২টি জেলার ৬০ লক্ষাধিক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। হাজার হাজার গ্রাম, স্কুল, কলেজ, বাজার, হাসপাতালই শুধু জলের তলায় তাই নয়, বহু শহরও প্লাবিত। বরাক উপত্যকায় সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। আজও পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক হয়নি। সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা প্রায় দুশো, কিন্তু প্রকৃত সংখ্যা অনেক বেশি এবং দিন দিন তা বেড়েই চলেছে। জলে মৃতদেহ ভাসছে। ৩,৩১৭টি ত্রাণ শিবিরে দুর্গত মানুষরা রয়েছেন, যেখানে খাদ্য, পানীয় জল অপর্যাপ্ত। লাখ লাখ লোক বাড়িঘর ছেড়ে হাইরোড বা বাঁধে আশ্রয় নিয়েছেন, যেখানে ত্রাণের কোনও

দুয়ের পাতায় দেখুন

আসামের বন্যা এবং ধস-বিধ্বস্ত মানুষের পাশে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার

বন্যাপ্লাবিত আসামের দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে ১৪ জুন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের ১৭ সদস্যের চিকিৎসক ও মেডিকেল ছাত্রদের একটি দল ডাঃ সামস মুশাফিরের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসামের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

সেখানে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন সংগঠনের আসাম রাজ্য কমিটির ইনচার্জ ডাঃ চিত্রলেখা দাস সহ অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকরা। ইতিমধ্যে গুয়াহাটি সহ বিস্তীর্ণ এলাকা নতুন করে প্লাবিত হয়। পাহাড়ের ধস মারাত্মক বাড়তে থাকে। হাফলং-এর বিভিন্ন এলাকায় যে মেডিক্যাল ক্যাম্পগুলি হওয়ার কথা ছিল, প্রবল বর্ষণ, ধস ও ঝোড়ো বাতাসে সেগুলির বেশিরভাগ বাতিল করতে হয়। অতিবর্ষণের মধ্যেই দুটি দলে ভাগ হয়ে নগাঁও জেলার বন্যাবিধ্বস্ত এলাকা এবং ডিমা হাসাও জেলার পার্বত্য শহর হাফলং-কে কেন্দ্র করে ১৬-১৮ জুন মোট এগারোটি চিকিৎসা শিবির আয়োজন করা সম্ভব হয়। সেখানে এক হাজারের বেশি দুর্গত মানুষের চিকিৎসা করে বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়।

এমনিতেই আসামে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো অত্যন্ত দুর্বল। বর্তমান বন্যা পরিস্থিতিতে চিকিৎসা পরিষেবা আরও বেহাল দশায় পৌঁছেছে। রাজ্যে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার জনজীবনের অন্যতম প্রধান এই সমস্যার সমাধানে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নয়। তারা ব্যস্ত ধর্ম-জাত-পাত-ভাষার বিভেদে উস্কানি দিয়ে এনআরসি-সিএএ-র তাস খেলে ভোটব্যাঙ্ক গোছাতে। কিন্তু চিকিৎসা শিবির করতে গিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সমস্যা জর্জরিত সাধারণ মানুষ নিজেদের মধ্যে এই বিভেদ-বৈরিতা চান না। তাঁরা মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের বাংলাভাষী স্বেচ্ছাসেবকদের সাদরে গ্রহণ করেছেন। ধর্ম-ভাষা নির্বিশেষে এলাকার সমস্ত মানুষ মেডিকেল ক্যাম্পগুলির দিকে সাহায্যের অকুণ্ঠ হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

নূপুর শর্মা

একের পাতার পর

দিল্লিতে তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। এফআইআর হওয়ার পরেও কেন নূপুর শর্মাকে গ্রেফতার করা হল না প্রশ্ন তুলে বিচারপতি সূর্যকান্ত বলেছেন, তাঁর ক্ষমতার প্রভাব এ থেকেই বোঝা যায়। কিন্তু আদালত যেটা বলেনি তা হল, তাঁর এই বিপুল ক্ষমতার উৎস যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, বিজেপি দল, সর্বোপরি গোটা সংঘ পরিবার। নূপুর শর্মা তা ভাল করেই জানেন। সেই কারণেই তিনি এত বেপরোয়া। তাঁর 'আগলহীন জিভ' যা বলে, সেটা বিজেপি দলেরই সুচিন্তিত বক্তব্য, যা তীব্র সাম্প্রদায়িক বিভেদের জারক রসে সম্পৃক্ত।

শীর্ষ আদালতের মতে, নূপুরের উচিত টিভিতে হাজির হয়ে গোটা দেশের কাছে ক্ষমা চাওয়া। কিন্তু ক্ষমা তো শুধু নূপুরকে চাইলে হবে না, ক্ষমা চাইতে হবে তাঁর মাথায় যারা এই ধরনের বিভেদমূলক চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে, সেই দীক্ষাগুরুদেরও। পয়গম্বর সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্যের সময় যে সব বিজেপি নেতা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে সমর্থন জুগিয়েছেন অবিরত, তাঁদেরও ক্ষমা চাইতে হবে, বলতে হবে আর কখনও এ কাজ তাঁরা করবেন না। কিন্তু তাঁরা তা করবেন কি? নূপুর অনেক দেরিতে নিজের বক্তব্য প্রত্যাহার করে বলেছেন, 'যদি কারও অনুভূতিতে আঘাত লেগে থাকে ...'। এখানে 'যদি'র উল্লেখ কেন? এই শর্ত তিনি রাখলেন কেন? তাঁর মন্তব্যের জেরে একজন মানুষ খুন হয়ে গেলেন, তার জন্য তিনি কেন নিঃশর্ত ক্ষমা চাইলেন না?

নূপুর শর্মার বক্তব্য তুলে ধরেছেন যিনি সেই সাংবাদিক মহম্মদ জুবেরকে এক পুরনো মামলার নাম করে গ্রেফতার করা হল। গুজরাট গণহত্যা সংক্রান্ত মামলা সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের একটা মন্তব্যকে হাতিয়ার করে গুজরাট পুলিশ অস্বাভাবিক দ্রুততায় গ্রেফতার করল সমাজকর্মী তিস্তা শেতলবাদকে। কিন্তু যে নূপুর শর্মার মন্তব্যের জেরে সাম্প্রদায়িকতার গরল উথলে উঠল, খুনের মতো ঘটনা ঘটল, তাঁকে গ্রেফতার করা হল না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পুলিশ কেন তাঁকে গ্রেফতার না করে নিরাপত্তা দেবে? এটা কি আইনের শাসন? না কি শাসন ব্যবস্থায় নিকৃষ্ট গৈরিক দলবাজি!

নূপুরের বিদ্বেষমূলক রাজনীতির হাতেখড়ি সংঘ পরিবারের ছাত্র সংগঠন এবিভিপি-র ছত্রছায়ায়। শুধু নূপুর কেন, ওই দলের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি তথা দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বয়ং মুসলিমদের উইপোকার মতো টিপে মারার হুমকি দিয়েছিলেন। আরেক জনপ্রতিনিধি 'গোলি মারো শালোকো' হুঙ্কার দিয়ে দিল্লিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত করেছিলেন। এগুলির কোনওটারই বিচার হয়নি, কারও শাস্তি হয়নি। সমাজে এর ভয়ঙ্কর পরিণামটি হল, এদের এই বিদ্বেষ-রাজনীতির প্রতিক্রিয়াতেই বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে মুসলিম মৌলবাদী শক্তির। আর এই দুই অপশক্তির উন্মাদনায় দেশে দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ আছে, তা-ও বিঘ্নিত হচ্ছে। মার খাচ্ছে উভয় সম্প্রদায়ের শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য, যা দেশের পুঁজিপতি শ্রেণি একান্তভাবে চায়।

এক্ষেত্রে বুর্জোয়াদের প্রচারমাধ্যম মালিকের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে। 'টাইমস নাউ' চ্যানেলের ভূমিকাও এখানে দায়িত্বজ্ঞানহীন। যে জ্ঞানবাপী মসজিদ নিয়ে মামলা চলছে, আদালতে যা বিচারাধীন, তাকে বিতর্কের বিষয় হিসাবে নির্বাচন করার পিছনে ধর্মীয় মেরুকরণের দুরভিসন্ধি থাকার সম্ভাবনাকে একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আর এই বিতর্কে ডাকা হল উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ঘৃণাভাষণে পারদর্শী বিজেপির এক নেত্রীকে। সমস্ত চিত্রপট দেখে মনে হয়, একটা বিশেষ লক্ষ্য নিয়েই সবটা করা হয়েছে। নূপুরের ভূমিকা সেই পরিকল্পনারই অঙ্গ। তাঁর বিরুদ্ধে ভারত সহ বিশ্বের দেশে দেশে ও বিশেষ করে আরব দেশগুলিতে নিন্দার ঝড় ওঠায় ওই সব দেশে ভারতীয় পুঁজিপতিদের বাণিজ্যিক স্বার্থে আঘাত লাগতে পারে— এই হিসাব থেকে তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। না হলে পূর্বের ধারা অনুযায়ী হয়ত তাঁর প্রোমোশনই হয়ে যেত।

এখানেই প্রতিবাদের প্রয়োজনীয়তা। এই বিদ্বেষ রাজনীতিকে যদি পরাস্ত করতে হয়, প্রকাশ্য প্রতিবাদের পাশাপাশি চিন্তা প্রক্রিয়ায় আধুনিক, গণতান্ত্রিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ধ্যানধারণার স্থান দিতে হবে। নূপুর শর্মার বিচার হোক। কিন্তু যে বিদ্বেষ-রাজনীতি নূপুরদের জন্ম দিয়েছে তা সমাজে উর্বর জমি পেয়ে গেলে আরও পল্লবিত হবে। এক নূপুর যাবে, অজস্র নূপুর তৈরি হবে। বিদ্বেষের সেই রাজনীতির বিপরীতে মানুষের সংগ্রামী ঐক্য আজ জরুরি।

বন্যা ঃ এস ইউ সি আই (সি)-র আবেদন

একের পাতার পর

ব্যবস্থা নেই। বন্যা মানুষের স্বাভাবিক জীবন শুধু বিপর্যস্ত করছে তাই নয়, তাদের সম্পদ, চাষের জমি, গৃহপালিত প্রাণী ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। রাস্তা, রেললাইন, ব্রিজ, কালভার্ট, বাঁধ ভেঙে গেছে

সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা বরাক উপত্যকায়। গোটা শিলচর শহর ৫৮ দিন ধরে জলমগ্ন। লাখ লাখ মানুষ অসহায় অবস্থায় পড়ে আছে। তাঁদের চোখে ঘুম নেই। খাদ্য নেই, পানীয় জলের অভাব, বিদ্যুৎ, চিকিৎসা পরিষেবা বিপর্যস্ত। শিশু এবং বৃদ্ধরা এই পরিস্থিতিতে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। ধীরে ধীরে গোটা রাজ্য মহামারীর দিকে এগোচ্ছে, যা কেড়ে নেবে আরও অনেক প্রাণ।

এই বেদনাদায়ক পরিস্থিতিতে রাজ্যের বিজেপি সরকারের ভূমিকা অপরাধতুল্য অবহেলার। গোটা মন্ত্রিসভা এবং সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসাররা পরিস্থিতি মোকাবিলায় যথাযথ গুরুত্ব না দিয়ে মহারাষ্ট্রে সরকার ভাঙা-গড়ার রাজনীতির সঙ্গে জড়িত কিছু দলত্যাগী বিধায়কের সুরক্ষা ও পরিচর্যায় ব্যস্ত রয়েছে দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্দেশে।

সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হল, মানুষ যখন একটু সাহায্যের জন্য আর্তনাদ করছে, মন্ত্রীরা, নেতারা তখন সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে পোজ দিতে ব্যস্ত। তারা এমনকি বন্যাকবলিত মানুষদের পানীয় জলটুকুর ব্যবস্থাও করতে পারছে না। সরকার যা করছে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। আসামের মানুষ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছেন, শত শত মানুষ মারা যাচ্ছেন, আরও হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুর প্রহর গুনছেন।

এই অবস্থায় আমাদের দল এস ইউ সি আই (সি) অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে ত্রাণকার্য পরিচালনা করছে। কিন্তু আমাদের দলের শক্তি প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আরও সাহায্য প্রয়োজন। দেশের সমস্ত স্তরের মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, আসামের বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ান, মুক্তহস্তে সাহায্য করুন।"

জীবনাবসান

পুরুলিয়া জেলায় দলের রঘুনাথপুর গ্রামীণ লোকাল কমিটির প্রবীণ সংগঠক কমরেড গয়েশ্বর মণ্ডল ২৪ জুন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। এলাকার বিভিন্ন গণআন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠন এসটিইএ-র পুরুলিয়া জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন তিনি।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দলের স্থানীয় নেতা, কর্মী সহ এলাকার বিশিষ্ট নাগরিকরা শ্রদ্ধা জানানোর জন্য উপস্থিত হন। জেলা সম্পাদক কমরেড অসিত ভট্টাচার্যের পক্ষ থেকে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান দলের রঘুনাথপুর গ্রামীণ লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড তিনকড়ি মণ্ডল। এ ছাড়াও মাল্যদান করেন পুরুলিয়া জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর দুই সদস্য কমরেড বিনয় ভট্টাচার্য ও লক্ষ্মীনারায়ণ সিনহা সহ স্থানীয় কর্মীরা। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল এক গুরুত্বপূর্ণ সংগঠককে।

কমরেড গয়েশ্বর মণ্ডল লাল সেলাম

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমার পার্টিকর্মী কমরেড আশুতোষ দেবনাথ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২৩ জুন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৩৫ বছর।

কমরেড দেবনাথ ২০০৫ সালে দিনহাটা কলেজে পড়ার সময় ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও-র সংস্পর্শে আসেন। সেই সময় সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের জনবিরোধী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে যুক্ত হন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর নিজের বাসস্থান শোলমারী এলাকায় মদবিরোধী আন্দোলনে সাহসিকতার সঙ্গে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন। নানা আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনের ধারাবাহিকতায় তিনি এসইউসিআই(সি) দলের সঙ্গে যুক্ত হন। পরবর্তীকালে শোলমারীতে পার্টির সেল তৈরি হলে তিনি সেই সেলের ইনচার্জের ভূমিকা পালন করেন। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এসইউসিআই(সি) দলের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং দলের আদর্শ প্রচারে সচেষ্ট হন। তাঁর বাড়ি ছিল এলাকায় দলীয় কার্যালয়ের মতো। কোভিড পরিস্থিতিতে তিনি এলাকার গরিব দুঃস্থ মানুষের মধ্যে রিলিফ ওয়ার্ক-এ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে দল এক সম্ভাবনাময় বিপ্লবী কর্মীকে হারাল।

কমরেড আশুতোষ দেবনাথ লাল সেলাম

রাশিয়ার সস্তা তেল পাচ্ছে ভারতের একচেটিয়া মালিকরা, জনগণ বঞ্চিত কেন?

ভারতের মানুষ তেল-গ্যাস কিনছেন চড়া দামে, অথচ ভারত থেকেই তেল বিদেশে যাচ্ছে অনেক সস্তায়! দেশপ্রেমের চ্যাম্পিয়ন নরেন্দ্র মোদির প্রধানমন্ত্রীত্বে এমন কাজ কী করে সম্ভব! তিনি কি এ খবর জানেন না, নাকি এ ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কথিত 'নীলকণ্ঠ' হয়ে একচেটিয়া মুনাফাখোরদের সব বিষ নিজের গলায় পুরে তাদের আড়াল করে বসে আছেন? সত্যটা কী?

বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধিকে অজুহাত করে ভারতে পেট্রোপণ্যের দাম প্রায় প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। মাঝে কয়েক দিন একটু বিরতি পড়তেই কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী তেল কোম্পানিগুলির জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে বলেছেন, তেলের দাম না বাড়ানোয় তাদের প্রতিদিন প্রচুর লোকসান করছে। তেলের আকাশছোঁয়া দামের ইন্ধনে যে মূল্যবৃদ্ধির আগুন আরও দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছে তা কেন্দ্রীয় সরকারের ধামাধরা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তাদেরও মানতে হচ্ছে। সে আগুনের জ্বালায় বিক্ষুব্ধ জনগণ যাতে আন্দোলনের পথ না নেয় তার জন্য তাদের সইয়ে নেওয়ার সুযোগ দিতেই মাঝে মাঝে তেলের দামবৃদ্ধিতে বিরতি দিয়েছে সরকার। লোক দেখানো পদক্ষেপ হিসাবে তেলে সামান্য কিছু কর ও সেস ছাড়ও দিয়েছে তারা। এখন দাম বৃদ্ধির দায় ঘাড় থেকে নামাতে তরজা চলছে, কে তেলের দাম বাড়ানোর জন্য বেশি দায়ী, কেন্দ্র না রাজ্য।

পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী জানিয়েছেন, রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানিগুলি নাকি পেট্রলে লিটারে ২০ টাকা ও ডিজেলে ১৭ টাকা ক্ষতি করে জনগণকে তেল দিচ্ছে। আহা, এমন ব্যাপার যদি সত্যিই ঘটত! কিন্তু তথ্য যে অন্য কথা বলছে! ক্ষতির বদলে তেল কোম্পানিগুলো মুনাফা করেছে বিপুল। ২০২১-২২-এর আর্থিক বছরে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ নিট মুনাফা করছে ৬৭ হাজার ৮৪৫ কোটি টাকা, একইভাবে সরকারি কোম্পানি ওএনজিসির মুনাফা ৪০ হাজার ৩০৫ কোটি টাকা, যা সংস্থার সর্বকালের রেকর্ড। ইন্ডিয়ান অয়েলের মুনাফা ২৪ হাজার ১৮৪ কোটি টাকা, অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেডের মুনাফা এক বছরে দ্বিগুণ বেড়ে হয়েছে ৩৮৮৭ কোটি টাকা। এই কোম্পানি আগের বছর এক ব্যারেল তেল থেকে আয় করেছিল ৫৯.৮ ডলার, সে জায়গায় এই বছরে আয় করেছে ৯৮.০৮ ডলার। কোম্পানি কর্তারা স্বীকার করেছেন, বিশ্ব বাজারে তেলের বাড়তি দাম তাঁদের কাছে আশীর্বাদ। পেট্রোনেট এলএনজি এক বছরে মুনাফা হিসাবে সিন্দুকে পুরেছে ৩৫৫২.৩৫ কোটি টাকা। এসার, কেয়ার্ন ইন্ডিয়া, টাটা পেট্রোডাইন, আদানি গোষ্ঠীর একাধিক তেল-গ্যাস কোম্পানি, গেইল, ভারত পেট্রোলিয়াম, হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি কোম্পানিও বিগত আর্থিক বছরে রেকর্ড লাভ করেছে (বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড ২৭ মে ২০২২, মানি কন্ট্রোল.কম ২৪ জুন ২০২২, এনার্জি ওয়ার্ল্ড. কম, ১৭ মে ২০২২)। তা হলে দেখা যাচ্ছে, লোকসানের প্রচারটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বাস্তবে সরকারি এবং একচেটিয়া পুঁজি মালিকদের হাতে থাকা তেল কোম্পানিগুলির আকাশছোঁয়া মুনাফার সামান্য একটু ছাঁটাই করার কথা বললেই তো সরকার ভারতে তেল গ্যাসের দাম অনেকটাই কমতে পারে!

সরকার তা করে না। সরকার করে উল্টোটা। রয়টার এবং ব্লুমবার্গের মতো আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থাগুলি দেখিয়েছে, লাভ কমাতে বলা দূরে থাক, ভারত সরকার বেসরকারি কোম্পানিগুলির বাড়তি লাভের বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের অজুহাতে মার্কিন শেল অয়েল কোম্পানিগুলি এবং আরব তেল উৎপাদকরা অশোধিত তেলের দাম বাড়িয়েছে বিপুল হারে। বর্তমানে দুটি ক্ষেত্রেই এক ব্যারেল তেলের দাম ১১০ ডলারের আশেপাশে থাকছে। অথচ সব সময়েই কম থাকা রাশিয়ান তেলের দাম এখন ইউরোপ আমেরিকার নানা নিষেধাজ্ঞায় একেবারে তলানিতে নেমে দাঁড়িয়েছে ব্যারেল প্রতি ৩০ ডলার। এই সুযোগে ভারতীয় বেসরকারি তেল কোম্পানিগুলি গত দু'মাসে রাশিয়ান তেল আমদানি বাড়িয়েছে ৫০ গুণ। ফেব্রুয়ারির আগে ভারতে আমদানি করা তেলের মাত্র ০.২ শতাংশ ছিল রাশিয়ান, এখন তা মোট আমদানির ১০ শতাংশ ছাড়িয়েছে। এই তেল শোধনের পর ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়ার কিছু দেশে রপ্তানি করছে ভারতীয় বেসরকারি কোম্পানিগুলি। যুদ্ধের কারণে সরাসরি রুশ তেল থেকে বঞ্চিত ইউরোপের বাজারে এই তেল বিকোচ্ছে চড়া দামেই। রয়টারের প্রতিবেদন জানাচ্ছে, রিলায়েন্স, টাটা, কেয়ার্ন ইন্ডিয়া, আদানি, এসার অয়েলের মতো ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির মালিকানাধীন বেসরকারি কোম্পানিগুলি কমপক্ষে প্রতি ব্যারেলে ৫০ ডলারের বেশি মুনাফা ঘরে তুলছে।

ভারতের বাজারেও তারা এই সস্তার তেলের একটা অংশ আগুন দামে বেচছে। অথচ দেশের বাজারে সস্তায় এই তেল বেচলে এখনই তো পেট্রল-ডিজেলের দাম অর্ধেকেরও কম করা যায়। তেলমন্ত্রী বিষয়টি না জানার ভান করে বলেছেন কার শোধনাগারে কোন দেশের তেল আছে তা আমি আলাদা করে খুঁজব কী করে? যেন বিশাল বিশাল তেলের জাহাজগুলি অদৃশ্য হয়ে ভারতে আসছে, সরকার একেবারে টেরটি পাচ্ছে না! আমদানি করা তেলের হিসাব যে শোধনাগারের ট্যাঙ্কে নেমে নিতে হয় না তা তেলমন্ত্রী জানেন না এমনটা কি সত্যি? আসলে তাঁর শুধু নয়, পুরো সরকারটারই টিকি বাঁধা আছে এই একচেটিয়া মালিকদের কাছেই।

পুঁজিবাদী দেশে সরকার যে পুঁজিপতিদের ম্যানেজার হিসাবেই ভূমিকা পালন করে তা আর একবার স্পষ্ট করে দিল ভারত সরকারের এই আচরণ। তেল-গ্যাসের বিপুল লাভজনক ক্ষেত্রকে একচেটিয়া মালিকদের হাতে পুরোপুরি তুলে দেওয়ার চেষ্টা কংগ্রেস সরকারের সময় থেকেই চলছে। ওএনজিসির গ্যাস-তেল ক্ষেত্রে রিলায়েন্সের চৌর্যবৃত্তি দেখেও সরকার অতীতে নীরব থেকেছে। বঙ্গোপসাগর, আরব সাগরের একাধিক তেলখনি ইন্ডিয়ান অয়েল-আদানিদের যৌথ মালিকানার নামে বেসরকারি হাতেই তুলে দিয়েছে বিজেপি সরকার। ভারতে পেট্রোলিয়াম, টেলিকম, শক্তি, বিদেশ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকে কে মন্ত্রী বা শীর্ষ আমলার চেয়ারে বসবেন তা যে একচেটিয়া মালিকদের লবি ঠিক করে দেয় এ কথা টেলিকম কেলেঙ্কারির সময় সরাসরি সামনে এসেছে। নানা প্রতিবেদনে একাধিক সাংবাদিকও বারবার তা তুলে ধরেছেন। এ কারণেই বিজেপির তহবিলে এই কর্পোরেট কর্তারা অনুদান ঢেলে দেন। এই পয়সাতেই চলে কোটি কোটি টাকায় অন্য দলের এমএলএ-এমপি কেনা, পাঁচতারা হোটেলে অসংখ্য ঘর ভাড়া করে সরকার ফেলার চক্রান্তের ছক কষা। এই পথেই আসে 'ফকির' নেতা ও তাদের সঙ্গীদের প্রাইভেট প্লেনে করে ঘুরে বেড়ানোর জন্য শত শত কোটি টাকা। ক্ষমতায় বসতে ও তা ধরে রাখতে প্রশাসন, আমলা, প্রচারমাধ্যম, মাফিয়া কেনার জন্য দেদার টাকার জোগানও এতেই নিশ্চিত হয়। অতএব জনগণ দেশপ্রেমের বাণী শুনুন আর চড়া দামে তেল কিনুন। সস্তা তেল যাবে বিদেশের বাজার ধরতে। ধনকুবেরদের সিন্দুক ভরাতে এ বড় মোক্ষম দাওয়াই বিজেপি সরকারের।

এক বছরে ৫১ হাজার সরকারি স্কুল বন্ধ

মাত্র এক বছরের মধ্যে গোটা দেশে ৫১ হাজার সরকারি স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। এ হিসাব শুধুমাত্র ২০১৮-২০১৯ এর। অতিমারি পরবর্তী পরিসংখ্যান যুক্ত হলে গত দু' বছরে সরকারি স্কুলশিক্ষার ছবিটা যে আরও ভয়াবহ হয়ে ধরা দেবে, তা উঠে এসেছে বহু সমীক্ষায়।

এই বিপুল সংখ্যক সরকারি স্কুল উঠে গেল কেন? খতিয়ে দেখলে পরিষ্কার বোঝা যাবে সরকারি নীতিই সরকারি স্কুল উঠে যাওয়ার অন্যতম কারণ। ১৯৮৬ সালে কংগ্রেসের রাজীব গান্ধী প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের রাস্তা প্রশস্ত করে। এরপর বিজেপি শিক্ষাকে পুরোপুরি বেচাকেনার পণ্যে পরিণত করছে। ২০০৯-এ বহু ঢাকঢোল পিটিয়ে কেন্দ্র এনেছিল শিক্ষার অধিকার আইন। আজ সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার বেহাল দশাই বলে দেয়, এই আইন আদতে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছ থেকে শিক্ষার অধিকার কেড়ে নেওয়ার ব্লু-প্রিন্ট। শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতের বিষয়টাই দেখা যাক। এই আইন অনুযায়ী, প্রাথমিক স্তরে প্রতি ৩০ জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক এবং উচ্চ-প্রাথমিক স্তরে প্রতি ৩৫ জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক থাকার কথা। এখন, কোনও প্রাথমিক স্কুলে যদি পাঁচটি শ্রেণি মিলিয়ে মোট ছাত্রসংখ্যা হয় ৬৯, আইন মেনে বড়জোর দু'জন শিক্ষক তারা পেতে পারেন। দুজনেই সামলাবেন পাঁচটি ক্লাস। একইভাবে উচ্চ-প্রাথমিক স্তরেও শিক্ষক সংখ্যা ঠিক হবে ওই ছাত্রসংখ্যার নিরিখেই, প্রয়োজন ভিত্তিতে নয়। যেখানে প্রতিটি বিষয়ের জন্য একজন হিসাবে অন্তত পাঁচজন শিক্ষকের দরকার হয়, সেখানে যদি ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে মাত্র তিনজন শিক্ষক বরাদ্দ হয়, তা নিয়েই খুশি থাকতে হবে ওই স্কুলকে।

যদিও বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং পরিসংখ্যান বলছে, আইন অনুযায়ী এই ন্যূনতম সংখ্যক শিক্ষকও নেই বেশিরভাগ রাজ্যে। শিক্ষকের অভাবে ধুঁকছে পশ্চিমবঙ্গ সহ বহু রাজ্যের সরকারি স্কুল। ২০১৭-য় নীতি আয়োগ প্রয়োজনে একাধিক স্কুল মিলিয়ে দেওয়ার অনুমোদন দেয়। সেই মোতাবেক উত্তরপ্রদেশ সরকার ২৬ হাজার সরকারি স্কুল বন্ধ করেছে। মধ্যপ্রদেশে ২২ হাজার, ওড়িশায় ৫ হাজার, দু'একটি রাজ্য বাদে সর্বত্রই কিছু না কিছু সরকারি স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে।

এ সব নিয়ে প্রশ্ন উঠলেই সরকারি নেতা-মন্ত্রীরা অভিভাবকদের ওপর দোষ চাপিয়ে বলেন, মা-বাবারা সন্তানদের সরকারি স্কুলে পাঠায় না, ফলে বাধ্য হয়ে দু-তিনটে স্কুল মিলিয়ে দিতে হচ্ছে। অথচ, অভিভাবকেরা কেন সন্তানদের সরকারি স্কুলে পাঠান না, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারগুলোও সাধ্যাতিরিক্ত খরচ করে সন্তানকে বেসরকারি স্কুলে পাঠাতে চায় কেন, এই প্রশ্নগুলো তাঁরা সুকৌশলে এড়িয়ে যান। সাধারণ মানুষ দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় জানেন, বেশিরভাগ সরকারি স্কুলেই লেখাপড়ার ন্যূনতম পরিকাঠামো নেই। সিলেবাস এবং পাঠ্যপুস্তক নিম্নমানের। এই অবস্থায় সন্তানের ভবিষ্যৎ ভেবে, চাকরি পাওয়ার ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মতো শিক্ষাটুকু দেবার আশায় অভিভাবকরা সন্তানকে কষ্ট করে হলেও বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করতে চান। এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সরকারের সৌজন্যেই। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের কথায়, সরকারি স্কুল খোলা বা বন্ধ রাখা রাজ্য সরকারের বিষয়, কারণ শিক্ষা যৌথ তালিকাভুক্ত। আর রাজ্য সরকার বলছে, কেন্দ্রের নীতি মেনেই আমাদের স্কুল বন্ধ করতে হচ্ছে। শিক্ষাখাতে অর্থবরাদ্দ কমিয়ে, বছরের পর বছর শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রেখে, অল্প সংখ্যক শিক্ষকের ওপর বিপুল সিলেবাসের বোঝা চাপিয়ে, শিক্ষকদের উপর শিক্ষা বহির্ভূত সরকারি নানা দায়িত্ব চাপিয়ে সরকারি স্কুলের পড়াশুনার পরিবেশকে নষ্ট করে দেওয়ার প্রধান হোতাই সরকার। তথ্য বলছে, ২০১৮-১৯ সালে সরকারি স্কুল ৫ শতাংশ কমলেও, খুলেছে ১১ হাজারেরও বেশি বেসরকারি স্কুল।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্নের সাথে জড়িয়ে ছিল যে সার্বজনীন, বৈজ্ঞানিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক শিক্ষার স্বপ্ন, তাকে দু' পায়ে মাড়িয়ে স্বাধীন ভারতের একের পর এক সরকার দেশের মানুষের শিক্ষার দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছে। উদ্দেশ্য, সম্পূর্ণ শিক্ষাক্ষেত্রকে বেসরকারি মালিকদের মুনাফা লোটার জন্য তুলে দেওয়া। যে কোনও মৌলিক অধিকারের মতোই শিক্ষার সুযোগও জনগণকে লড়ে আদায় করতে হবে। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে যদি বাঁচাতে হয়, ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষানুরাগী মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই একমাত্র পথ।

ভেঙেছে ভাবনার স্থবিরতাও

একের পাতার পর

দুর্নীতির বিরোধিতা তো কোনও পার্টির ব্যাপার নয়। সকলেরই এর প্রতিবাদ করা উচিত। আপনারা যে এটা নিয়ে প্রতিবাদ করছেন, এ জন্য ধন্যবাদ। তারপর গণদাবী নিলেন এবং আন্দোলনের ফান্ডে চাঁদা দিয়ে বললেন, আমি আছি আপনাদের আন্দোলনের সাথে।

কলকাতার মানিকতলা বাজারে কর্মীরা প্রতিবাদ সপ্তাহের হ্যান্ডবিল বিলি করছিলেন। এক

এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়

দোকানদার হ্যান্ডবিল নিয়ে কর্মীটির হাতে থাকা গণদাবী দেখিয়ে বললেন, ওটা দেবেন না? কর্মীটি কাগজটি এগিয়ে দিলে তিনি দাম দিয়ে বললেন, "আমিও বামপন্থী। অনেক আন্দোলনে থেকেছি, না, পচে গেছে। আপনারাই মানুষের দাবি নিয়ে লড়ছেন। কাগজটা আমাকে নিয়মিত দেবেন। আপনাদের কাজে সাধ্যমতো সাহায্য করব।"

আইন অমান্যের পরদিন সকালে সোনারপুরে মর্নিং ওয়াক করছিলেন একদল মানুষ। এস ইউ সি আই (সি)-র স্থানীয় নেতার সাথে দেখা হতে সকলেই প্রায় সমস্বরে বললেন, "পুলিশ কী ভাবে আপনাদের কর্মীদের মেরেছে আমরা কাল টিভিতে দেখেছি। পুলিশ অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছে। আপনাদের ওপর সিপিএম সরকারও অত্যাচার করেছে, আবার তৃণমূল সরকারও অত্যাচার করছে। আপনারাই তো মানুষের দাবিগুলি নিয়ে লড়াই করছেন।" একজন বললেন, "ওনারা না লড়লে তো প্রাইমারিতে ইংরেজিটাই চালু হত না!"

বাঁকুড়ার একটি বাজারে পুলিশি অত্যাচারের কথা মাইকে বলছিলেন দলের কর্মীরা। স্থানীয় এক

এ কী বর্বরতা!

শিক্ষক দাঁড়িয়ে সবটা শুনলেন। তারপর আহত কর্মীদের চিকিৎসার জন্য একশো টাকা আর এক বাক্স মিষ্টি দিয়ে বললেন, "আজ রথের দিন। আপনারা অনেক পরিশ্রম করছেন, এগুলো খাবেন। শুধু আমি নয়, এখানকার মানুষ

আপনাদের সাথে আছে। আপনারা চালিয়ে যান।"

জেলার বহু গ্রামের সংযোগস্থল লক্ষ্মণপুর। পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা চলছিল সেখানে। সভার বক্তব্য শুনে এবং পুলিশি আক্রমণের ছবি দেখে এক গরিব খেতমজুর যুবক বললেন, বহু বছর আগে বহু মানুষ বাম আন্দোলনে যোগ দিত, মারও খেত। বাবা কাকা পাড়ার মুরুব্বিদের কাছে শুনেছি। আজ আবার আমরা তা দেখলাম আপনাদের মধ্যে। আপনারা রক্তঝরা পথে জীবনপণ করে এগিয়ে চলেছেন। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছেন। আমি আপনাদের গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আন্দোলনের জন্য আপনারা যে গণকমিটি গড়ার কথা বলছেন আমি তাতে থাকতে চাই।

পূর্ব মেদিনীপুরের কেশাপাট বাজারে কর্মীরা প্রতিবাদ সপ্তাহের প্রচার করছিলেন। এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে কিছু টাকা দিয়ে বললেন, আপনাদের কর্মীদের চিকিৎসার জন্য আমার পক্ষ থেকে এই সাহায্যটা রাখুন। বললেন, আমার বাবা সিপিএম করতেন। আমার পরিবার এবং আমিও সিপিএমে ছিলাম। আগে আপনাদের অনেক বিরোধিতাও করেছি। এখন বুঝেছি, সিপিএম একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। আপনাদের আন্দোলনে আমার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

এই সমর্থনই প্রকাশ পেয়েছিল আইন অমান্যের দিন এস এন ব্যানার্জী রোডের দু-দিকের দোকানদারদের মধ্যে। পুলিশ যখন হঠাৎই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আন্দোলনকারীদের উপর নির্মম ভাবে লাঠি চালাতে লাগল তখন রাস্তার ধারের দোকানদাররা দ্রুত কর্মীদের দোকানের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছেন। আহত কর্মীদের ঠাণ্ডা জল দিয়েছেন, এমনকি দোকান থেকে ঠাণ্ডা পানীয় এনে বলেছেন, ব্যাগে রাখুন পরে আপনারা খেয়ে নেবেন।

পশ্চিম মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ায় এক ছাত্রকর্মী সংগঠনের সঙ্গে থাকলেও সক্রিয় কর্মী ছিলেন না। টিভিতে আইন অমান্যে পুলিশি আক্রমণ এবং কর্মীদের সাহসী প্রতিরোধ দেখে তিনি এক সংগঠককে ফোন করে বললেন, দিদি, এতদিন সিওর ছিলাম না। আজকে হলাম। আমি এআইডিএসও-র কর্মী হতে চাই। কালকের লড়াইটা দেখে মন বলছে, এবার রাস্তায় নামার সময় হয়ে এসেছে। নামটা পার্মানেন্ট করে দাও।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মগরাহাট এলাকার এক মহিলা কর্মী পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত হয়েছিলেন। পরদিন তাঁকে নিয়ে স্থানীয় এক চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিলেন দলের এক কর্মী। তাঁদের দেখেই পুরনো শাসক বামপন্থী দলের কট্টর বলে পরিচিত এক কর্মী দ্রুত এগিয়ে এলেন। তাঁদের কোনও কথা বলতে না দিয়েই আর একজনকে চা-বিস্কুট আনতে বললেন। তারপর টিভিতে দেখা

রক্তাক্ত কর্মীরা

ঘটনোর কথা নিজেই বলতে থাকলেন। কর্মীদের বুক চিতিয়ে নির্ভীক লড়াইয়ের কথা, পুলিশের নৃশংস আক্রমণের কথা, অন্যান্য কথা। তাঁর ভাব দেখে মনে হচ্ছিল যেন যুদ্ধ ফেরত সৈনিকদের কাছ থেকে যুদ্ধের যাবতীয় খুঁটিনাটি খবর জেনে নিচ্ছেন। ডাক্তার বাবু আহত কর্মীটিকে দেখার পর ফি নিতে অস্বীকার করে বললেন, ও তো আন্দোলনে আহত হয়েছে। কোনও ফি দিতে হবে না।

পুলিশের লাঠিচার্জের পর কর্মীরা যখন আন্দোলনকারীদের পা থেকে খুলে যাওয়া জুতো, ছড়িয়ে থাকা ব্যানার প্রভৃতি যখন একটা একটা করে কুড়িয়ে নিয়ে আসছেন তখন এই দোকানদাররাই অন্যদের বলেছেন, দেখুন, এই হচ্ছে এস ইউ সি আই! কর্মীদের ফেলে যাওয়া জুতোগুলিও কী ভাবে যত্নে তুলি নিয়ে যাচ্ছে! একটা ছেঁড়া ব্যানারও ফেলে রাখছে না। সব দলের থেকে এরা আলাদা।

বাস্তবিক, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, ছাঁটাই, ছোট-মাঝারি দোকান ও ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়া, শাসকদলের নেতাদের দুর্নীতি ও নীতিহীন আচরণ, বিরোধিতার নিষ্ক্রিয়তার মাঝে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচিতে মানুষ আস্থা খুঁজে পাচ্ছেন। সর্বত্র তাঁরা দলের রাজনীতির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করছেন, দলের কর্মসূচিতে যোগ দিচ্ছেন, কর্মীদের ডেকে নিয়ে যাচ্ছেন, বলছেন— আমাদের ওখানে আসুন, আপনাদের বক্তব্য মানুষকে বলুন, সংগঠন গড়ে তুলুন। কার্যত তাঁরাই সংগঠকের ভূমিকা পালন করছেন।

এ আই ডি ওয়াই ও-র প্রতিষ্ঠা দিবস

২৬ জুন এআইডিওয়াইও-র ৫৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস দেশ জুড়ে পালিত হল। ভয়াবহ বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, এসএসসি ও অন্যান্য চাকরির পরীক্ষায় দুর্নীতি, অগ্নিপথ প্রকল্প, সাম্প্রদায়িকতা ও অপসংস্কৃতি প্রতিরোধে যুব আন্দোলন আরও তীব্রতর করার শপথ নেন যুবকরা। কলকাতার কেন্দ্রীয় অফিসে সংগঠনের রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন রাজ্য সম্পাদক মলয় পাল। উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সব জেলায় দিনটি পালিত হয়। রাজ্য সম্পাদক বলেন, দেশ জুড়ে এক ভয়াবহ অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার গত আট বছরে নতুন চাকরি তো দূর, বেকারত্বকে গত পঞ্চাশ বছরে শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেরও একই অবস্থা। তৃণমূল শাসনের গত এক দশকে সমস্ত চাকরিতে কাটমানির ভিত্তিতে অযোগ্যদের নিয়োগ হচ্ছে আর মেধা তালিকাভুক্তরা ন্যায্য চাকরির দাবিতে রাস্তায় পড়ে রয়েছে। আন্দোলনের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে মানুষের ঐক্য বিনষ্ট করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। তিনি যুব-আন্দোলন তীব্র করার ডাক দিয়ে সর্বত্র যুব কমিটি গড়ে তোলার কথা বলেন।

২৮-৩০ জুন উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরে শিক্ষাশিবির। উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেডস স্বপন চ্যাটার্জী, অরুণ সিং ও শঙ্কর ঘোষ সহ রাজ্য নেতৃবৃন্দ

কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের শেষযাত্রা

একের পাতার পর

পশ্চিমবঙ্গে ২৯ জুন আইন অমান্য আন্দোলনের ঘোষিত কর্মসূচি থাকায় চোখের জল মুছে তার জন্য তৈরি হলেন দলের নেতা-কর্মীরা। নেতৃত্ব স্মরণ করিয়ে দিলেন মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা — প্রবল শোকের মধ্যেও বিপ্লবী কর্মীরা কাজকে ভুলে থাকতে পারে না। তিনি বলতেন, চোখ দিয়ে জল পড়বে তবুও বিপ্লবী তার কর্তব্য পালন করে যাবে। সিদ্ধান্ত হল সংরক্ষণ করা হবে দেহ, ৩০ জুন হবে শেষযাত্রা।

অগণিত মানুষ শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন প্রিয় নেতাকে

জয়নগর থেকে মিছিল শুরু

ওই দিন সকাল ১১টায় কলকাতায় ৪৮ লেনিন সরণির কেন্দ্রীয় অফিসে কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের মরদেহ পৌঁছানোর আগে থেকেই জড়ো হয়েছেন আশেপাশের জেলার নেতা-কর্মী-সমর্থকরা। মাইকের ঘোষণায় দেবপ্রসাদ সরকারের নাম শুনে ছুটে এসেছেন বহু সাধারণ মানুষও। এমনই একজন মথুরাপুরের আবদুল কালাম পুরকাইত, গভীর আবেগ নিয়ে তাঁর স্মৃতি উজাড় করে দিচ্ছিলেন পাশের জনকে।

‘কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার লাল সেলাম’ ধ্বনির মধ্য দিয়ে লাল পতাকায় মোড়া দেহ নামানো হল শববাহী গাড়ি থেকে। প্রথমেই প্রয়াত বিপ্লবী সাথীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মাল্যদান করলেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, প্রবীণ পলিটবুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। প্রবীণ পলিটবুরো সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জীর পক্ষে মাল্যদান করলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মানব বেরা। শ্রদ্ধা জানালেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, কমরেড স্বপন ঘোষ, কমরেড গোপাল কুণ্ডু, পলিটবুরো সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেডস ছায়া মুখার্জী, চিররঞ্জন চক্রবর্তী, অশোক সামন্ত, দেবাশীষ রায়, সুভাষ দাশগুপ্ত। প্রবীণ সিপিআইএম নেতা ও বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান কমরেড বিমান বসু, সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক কমরেড মহম্মদ সেলিম, সিপিআইএম নেতা কমরেড রবীন দেব, আরএসপি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মনোজ ভট্টাচার্য, ফরোয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক কমরেড নরেন চট্টোপাধ্যায়, সিপিআইএমএল লিবারেশনের রাজ্য নেতা কমরেড বাসুদেব বসু প্রমুখ বামপন্থী দলের নেতৃবৃন্দ মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। দলের রাজ্য নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন জেলা সম্পাদক, এআইএমএসএস-এর সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড কেয়া দে, এআইডিওয়াইও-র সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড নিরঞ্জন নস্কর সহ বিভিন্ন গণসংগঠন ও ফোরামের নেতৃবৃন্দ এবং বহু কর্মী-সমর্থক মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে সঙ্গীত ও আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে উপস্থিত কমরেডরা শেষ বিদায় জানালেন প্রয়াত নেতাকে।

কেন্দ্রীয় অফিস থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত মিছিলের পর তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় বিধানসভায়। বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল কংগ্রেসের সহমুখ্য সচেতক তাপস রায়, বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ ও বিধানসভার আধিকারিকরা মাল্যদান করেন। বিধায়ক হিসাবে কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের অনন্য ভূমিকার কথা সংক্ষেপে তুলে ধরেন স্পিকার। এরপর দলের নেতৃবৃন্দ কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের মরদেহ নিয়ে রওনা হন দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরের উদ্দেশে। তাঁর দীর্ঘ বিপ্লবী জীবনের কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র ছিল এই জয়নগর-মজিলপুর। বারুইপুরে স্থানীয় নেতা কর্মীরা মাল্যদান শেষ করার পর গাড়ি সবে রওনা হচ্ছে, এমন সময় ছুটে এলেন একজন প্রৌঢ়— প্রণাম করে বললেন, আমাদের সকলের বড় আপনজন গো!

গোচরণ বাস মোড়ে প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও অপেক্ষা করে আছেন বেশ কিছু যুবক, বাইক মিছিল করে তাঁরা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের শেষযাত্রাকে পৌঁছে দেবেন জয়নগর।

গাড়ি থামিয়ে শেষবার দেখার আকুতি

হরিনারায়ণপুরের এক যুব কর্মীর গায়ে জ্বর, এই প্রবল বৃষ্টিতে ভিজলে ক্ষতি হবে শরীরের, তবু তিনি যাবেনই। অন্যের বাইক ধার নিয়ে এসেছেন কয়েকজন ঠিকা শ্রমিক, মজুরি কাটা যাওয়ার তোয়াক্কা আজ তাঁদের নেই। ভিজতে ভিজতে বাইক নিয়ে এসেছেন কয়েকজন মহিলা কর্মীও। সারিবদ্ধ প্রতিটি বাইকে বাঁধা অর্ধনমিত রক্তপতাকা। এগিয়ে চলল শেষযাত্রা। কিন্তু মাঝে মাঝেই থামতে হচ্ছে আশপাশের মানুষের ডাকে, শ্রদ্ধা জানিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। সরবেড়িয়া পার হতে বাইকের সংখ্যা আরও বাড়ল। পদ্মেরহাটে মিছিল থামতেই মালা দিতে এসে বুক ফাটা কান্নায় ভেঙে পড়লেন এক প্রৌঢ় কমরেড। আবার শুরু হল মিছিল, সামনে বাইক আরোহী একশো ছাড়িয়েছে। বৃষ্টির মধ্যেই রাস্তার দুধারে প্রচুর মানুষ। মহিলারা আছেন উল্লেখযোগ্য সংখ্যায়। সজল চোখে অনেকেই গলা মেলাচ্ছেন লাল সেলাম ধ্বনিতে। দক্ষিণ বারাশত বাজারে আবার দাঁড়াতে হল স্থানীয় মানুষের শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য। বহুদূর কাছাকাছি বৃষ্টি কমতেই রাস্তায় ঢল নামল মানুষের। প্রতিটি মোড়ে মোড়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য সমবেত শত শত মানুষ তো আছেনই, মাঝ রাস্তাতেও বারবার গাড়ি থামিয়ে একবারটি দেখে যেতে চাইছেন অনেকেই। একটাই কথা মুখে মুখে— এমন মানুষকে ভোলা যায় না, আমরা ভুলব না। উনি নিছক এমএলএ নন, আমাদের ঘরের লোক।

বিদায় জানাচ্ছেন নেতৃবৃন্দ

জয়নগর ইনস্টিটিউশনের গেটে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য অপেক্ষা করছিলেন শিক্ষকরা। দীর্ঘ সময় বিনা বেতনেই এই স্কুলে পড়িয়েছেন দেবপ্রসাদ সরকার। প্রয়াত জননেতা কমরেড শচীন ব্যানার্জী ও সুবোধ ব্যানার্জীর স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহ্যমণ্ডিত শান্তি সংঘের সামনে তাদের সদস্যরা শ্রদ্ধা জানালেন। এরপর কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের দীর্ঘ সময়ের স্মৃতি বিজড়িত জয়নগরের পার্টি অফিসে পৌঁছে গেল মিছিল।

অফিসের সামনের রাস্তায় শুধু মানুষ আর মানুষ। শুরু হল শ্রদ্ধাজ্ঞাপন পর্ব। প্রথমেই দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের পক্ষে মাল্যদান করলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী, রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য কুলতলির প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড প্রবোধ পুরকায়েত, জেলার প্রবীণ নেতা কমরেড পাঁচু নস্কর, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও বারুইপুর জেলা সম্পাদক কমরেড নন্দ কুণ্ডু, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও জয়নগরের প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড তরুণ নস্কর, রাজ্য কমিটির সদস্য ও কুলতলির প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌরভ মুখার্জী, ডায়মন্ড হারবার জেলা সম্পাদক কমরেড মাদার আলি নস্কর, ক্যানিং জেলা সম্পাদক কমরেড বাদল সরদার, কাকদ্বীপ জেলা সম্পাদক কমরেড সুজিত পাত্র প্রমুখ জেলা নেতৃবৃন্দ। এছাড়া অসংখ্য কর্মী সমর্থক ও এলাকার বহু বিশিষ্ট মানুষ মাল্যদান করেন। সিপিআইএম, আরএসপি, বিজেপি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারাও মালা দেন।

বুকফাটা কান্নায় শেষবিদায়

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ানো জয়নগর পৌরসভার বাসিন্দা পরিবহণ কর্মী বাপী প্রামাণিক, শ্রীপুরের নজি রহমানদের মতো অনেকেই স্মৃতিচারণ করে গেলেন এই সর্বজনশ্রদ্ধেয় জননেতার। বলছিলেন, জনপ্রতিনিধি কাকে বলে তা এই দলের বিধায়কদের দেখেই প্রথম বুঝেছি। এখন এমএলএ মানে দামী গাড়ি, জাঁকজমক। দেবপ্রসাদ সরকার ছিলেন তার ঠিক বিপরীত। তাঁরা অনেকেই লোকাল ট্রেনের ভিড়ে এমএলএ দেবপ্রসাদ সরকারের সহযাত্রী হওয়ার অভিজ্ঞতা শোনালেন। বললেন, জয়নগরের উন্নয়ন বিশেষত রেল পরিষেবা, রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, বাস পরিবহণের উন্নতির জন্য তাঁর লড়াইয়ের কথা। অন্য দলের এক ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীও বলে গেলেন, ‘নানা চাপে অন্য দল করি, আসলে মানুষ তো এখানেই আছে’। জালাবেড়ে-২-এর মানিক নাইয়া পৈলান সাহেব আর দেববাবুর জীবন থেকে বুঝেছেন মানুষ কাকে বলে। বললেন, এই নেতারা সাধারণ মানুষকে শ্রদ্ধা করতেন, তাই শ্রদ্ধাও পেতেন। জয়নগরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের অনিতা দাস, একই রকম তাঁর অভিব্যক্তি। ‘পরিপূর্ণ আদর্শ মানুষ’, বলে গেলেন সুধাবিন্দু দাস। বললেন, ছোটরা তাঁর সামনে খুব খোলামেলা কথা বলতে পারত। গোপালগঞ্জের রতন নস্করের স্মৃতিতে— চাষি আর গরিব মানুষের পক্ষে উচিত বক্তা। জয়নগরের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার অসিত দেব মাল্যদান করার পর গিয়ে দেখা করতে বললেন, ‘আমার শিক্ষক। শিক্ষক হিসাবেও ব্যতিক্রমী দেবপ্রসাদবাবু। মিষ্টভাষী, মৃদুভাষী এই মানুষটির প্রতি একটা শ্রদ্ধা মিশ্রিত সমীহ সর্বদা কাজ করত। যে কোনও বিষয় পড়ানোর ক্ষমতা ছিল। এমন নিপাট ভদ্রলোক খুব কম দেখা যায়’। তাঁর কথায়, ‘সংকীর্ণ রাজনীতির অনেক উর্ধ্বে ছিলেন দেবপ্রসাদ সরকার। জয়নগরের উন্নয়নে এমএলএ হিসাবে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন’। প্রয়াত জননেতা কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর প্রসঙ্গে ডাক্তারবাবু বললেন, ‘কংগ্রেস রাজনীতি করা ঘরের সন্তান হয়েও কৈশোরে তাঁর যে স্নেহ পেয়েছি, তা আমাকে প্রবল আকর্ষণ করত’।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে, শেষযাত্রা এগিয়ে যাবে শ্মশানের দিকে, অথচ তখনও বহু মানুষ মালা হাতে দাঁড়িয়ে। কমসোমল বাহিনীর ৮৭ জন স্বেচ্ছাসেবক রক্তপতাকা হাতে মরদেহবাহী গাড়িকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সামনে নেতৃবৃন্দ, তার পিছনে বিশাল মিছিল। কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে সঙ্গীত এবং আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের সাথে মিশে যাচ্ছে লাল সেলাম ধ্বনি। বিষ্ণুপুর শ্মশানে চোখের জলে শত শত নেতা-কর্মী শেষ বিদায় জানালেন তাঁদের প্রিয় কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারকে।

পাঠকের মতামত

‘মার খাওয়ার জন্য তো আমরা আছি’

ক’দিন আগেই ওরা এসেছিল আমার দোকানে। যেমন প্রায়ই আসে পার্টির কাগজ নিয়ে। সেদিন একটা হ্যান্ডবিল দিয়ে বলল, ২৯ তারিখ গণ আইন অমান্য, দেখতে আসবেন। দেখলাম, এসএসসি-নার্সিং দুর্নীতি-রান্নার গ্যাসের দাম বাড়া-মেয়েদের ওপর অত্যাচার এরকম নানা বিষয় নিয়ে আন্দোলন। ওদের বাক্সে দশ টাকা ফেলে একটু মজা করেই বলেছিলাম, ‘মার খেতে নয় তো?’ সুন্দর ঝকঝকে চেহারার ছেলেটি হেসে বলল, ‘না না ওটার জন্য আমরা আছি। আপনাদের ডাকছি দেখার জন্য, পাশে থাকার জন্য।’ তারপর পাশের মহিলা কর্মীকে দেখিয়ে ছেলেটি বলল, ‘ধরুন এই দিদি আহত হলেন, হাসপাতালে নিয়ে যেতেও তো সাহায্য লাগবে, তাই না?’

ওরা চলে যাওয়ার পর সেদিন বেশ কিছুক্ষণ বসেছিলাম চুপ করে। না চাইলেও বারবার মনে ভিড় করছিল ছেলেটির শান্ত ভাবে হেসে বলা কথাগুলো। সত্যিই কি পুলিশ মারবে ওদের? পুলিশের সাথে এইসব ছেলেমেয়েগুলো লড়তে পারবে? এই দলটা তো বরাবরই মার খায় জানি, লড়াই করে। তাও মনে হয়, কী হবে এসব করে? কিছুই তো পাল্টাচ্ছে না। চারপাশ দেখে হতাশ লাগে, মনে হয় এ রাজ্যে, এ দেশে কিছু হবে না। তবু সেদিন ভেবেছিলাম, যাব নাকি একবার? দেখে আসব ওদের জমায়েত? তারপর ভুলেই গেছি ওদের কথা। সেদিন যখন পাশের দোকানের দিলীপদা এসে বলল, টিভিতে দেখছ এসইউসি’র ছেলেমেয়েগুলোকে কী রকম মারছে? বুকটা কেঁপে উঠল। মনে পড়ল, আজই তো ঊনত্রিশ, বুধবার। মোবাইলে নিউজ চ্যানেল খুলে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। হাজার হাজার মানুষের মিছিল ঢেউয়ের মতো এগোচ্ছে, এগিয়ে যাচ্ছে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে। পুলিশ পাগলের মতো লাঠি ঘোরাচ্ছে, রাস্তায় ফেলে মারছে, মহিলাদেরও রেয়াত করছে না, টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে প্রিজন ভ্যানের দিকে। ওরই মধ্যে একটি মেয়ে হাত মুঠো করে স্লোগান দিচ্ছে, ‘আইন ভাঙো জেলে চলো।’ একজনের মাথা ফেটে রক্ত ঝরছে। তবু সে এগোচ্ছে পুলিশের চোখে চোখ রেখে। একজনকে বাঁচাতে দশজন এগিয়ে আসছে। লাঠি হেলমেট-বর্ম নিয়েও পুলিশ যেন পেরে উঠছে না এদের তেজের কাছে। হঠাৎ কেমন চোখে জল এসে গেল আমার। টিভির পর্দায় যা দেখছি, তা কি এই সমাজের ছবি? যেখানে রাজনীতি মানে নেতা-মন্ত্রীদের নির্লজ্জতা, দিনে-রাতে দলবদল, টাকার লোভ আর মিথ্যাচার? আজকের দিনে শুধু আদর্শের জন্য মানুষ এমন করে লড়তে পারে? এত লোক পুলিশের লাঠির পরোয়া না করে এগোতে পারে? এমন তেজ, আদর্শের জন্য এমন লড়াইয়ের কথা তো পড়েছি স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে, আর শুনেছি বাবার মুখে পঞ্চাশ-ষাটের দশকের বামপন্থী আন্দোলনের গল্পে।

আমার মেয়েটা যাতে নিরাপদে বাড়ি ফেরে, আমার ছেলেটা যাতে চাকরি পায়, তার জন্য ওরা রাস্তায় নেমে মার খাচ্ছে। আর আমি ক’টা টাকা চাঁদা দিয়েই দায়িত্ব সারলাম। এমএলএ-এমপি নেই বলে অনেক সময় অনেকের সাথে গলা মিলিয়ে বিদ্রূপও করেছি এই দলের ছেলেমেয়েদের। বলেছি, এত যে লড়ো, ভোটে তো জিততে পারো না। ওরা বলেছে, ভোটে কিছু হবে না, আন্দোলনেই হবে। আজ মনে হচ্ছে, পারলে এরাই পারবে। বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে সেই ছেলেটির হাসিমুখ— মার খাওয়ার জন্য তো আমরা আছি।

স্বপন মণ্ডল
হাতিবাগান, কলকাতা

সাংবাদিকদের চোখে কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার

সাত বারের বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন অনেক সাংবাদিক। তাঁর মৃত্যুতে তাঁদেরই কয়েকজন সমাজমাধ্যমে যে স্মৃতিচারণা করেছেন, তার কিছু অংশ প্রকাশ করা হল।

জুড়ি মেলা ভার

জয়ন্ত চৌধুরী, বর্তমান পত্রিকা

দুশো চুরানববই সদস্যের বিধানসভায় তাঁরা মাত্র দু’জন। তার মধ্যে একজন জেলে বন্দি। কিন্তু একদিনের জন্য বিধানসভা অধিবেশনে কামাই করেননি তিনি। তাঁর নাম দেবপ্রসাদ সরকার।

সদস্য সংখ্যার নিরিখে অধিবেশনে বলার সুযোগ মেলে। শাসক বামফ্রন্ট, প্রধান বিরোধী তৃণমূল, কংগ্রেস, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার পরে দুই সদস্যের এস ইউ সি। সদস্যদের আনুপাতিক হারে সময় বরাদ্দ হয়। সেখানে এস ইউ সি-র ভাগ্যে যৎসামান্য সময় ধার্য হত, তা-ও আবার অধ্যক্ষ হাসিম আব্দুল হালিমের বদান্যতায়। বরাদ্দ হওয়া সময়ের পূর্ণসদ্ব্যবহারে জয়নগরের বিধায়ক দেবপ্রসাদ সরকারের জুড়ি মেলা ভার। একাই দলের রাজনীতির কথা, এলাকার দাবি দাওয়ার কথা বা সরকারের নীতির সমালোচনায় তিনি অকুতোভয়।

প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি তুলে দেওয়া, পাশ-ফেল প্রথা বন্ধ করা ঘিরে বিতর্কে বিধানসভা অধিবেশনে দেবপ্রসাদবাবুর একক লড়াই দোর্দণ্ডপ্রতাপ বামফ্রন্টের বেশ বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছিল।

নিজের পরিষদীয় ভূমিকা পালনে তাঁর কর্তব্য নিষ্ঠায় তিনি সর্বদা অবিচল থাকতেন। অনেক সময় মাইক অফ করে দিলেও খালি গলায় বলে যেতেন। একাই ওয়াক আউট করতেন। একাই লবিতে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিতেন। বিলের কপি ছিঁড়ে বিক্ষোভ দেখাতেন একা একাই। ট্রেজারি বেঞ্চ তো বটেই, বিরোধী শিবির থেকেও তা নিয়ে টিকা টিপ্পনি কম হয়নি। অনেকেই তা নিয়ে ব্যঙ্গ করতেন, তাঁর সেই একক প্রতিবাদের ভঙ্গিমাকে। হাজারো বক্রোক্তি, তিনি কর্ণপাত করতেন না। কোনও দিন রাগ প্রকাশ করতেও দেখিনি।

১৯৭৭ থেকে একটানা সাতবার বিধায়ক। আমাদের কাছে জয়নগর আর দেবপ্রসাদবাবু যেন সমার্থক।

অধিকাংশ দিন ওঁর বক্তব্য কাগজে ঠাঁই পেত না। কিন্তু তাতে তাঁর ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তা নিয়ে খেদ ছিল বলে মনে হয়নি। কোনও দিন অনুযোগ করেননি। ‘বুর্জোয়া’ কাগজে তাঁর দলের কথা ছাপা হবে বা টেলিভিশনে বাইট যাবে এমন প্রত্যাশা বা মোহ থেকেও মুক্ত ছিলেন তিনি। পার্টির হোলটাইমার। থাকতেন দক্ষিণ কলকাতার পার্টির কমিউনে। সাড়ে তিন দশক এসইউসি-র বিধায়ক হলেও আত্মপ্রচারের লেশমাত্র দেখিনি।

বঙ্গ রাজনীতি হারাল এক আদর্শবাদীকে

কিংশুক প্রামাণিক, সংবাদ প্রতিদিন

নিঃশব্দে বিদায়। তিনি যে ছিলেন সেটাই ভুলতে বসেছিল সবাই। আজ বিধায়ক বিক্রি হয়। তিনি হননি। একাই একশো হয়ে নীতির সঙ্গে যুদ্ধ করে গিয়েছেন অবিরত। দেবপ্রসাদ সরকারকে সবাইকে চেনাতে পারব না। চিনতে পারবেনও না। বন্ধু সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরী যথার্থ বিশ্লেষণ করেছে। আমারও কিছু কথা ছিল। কিন্তু এরপর আর কিছু লেখা যায় না। বঙ্গ রাজনীতি হারাল এক আদর্শবাদীকে।

আদর্শের প্রতি দৃঢ়তা থাকলে একা একাও লড়া যায়

সন্দীপন চক্রবর্তী, আনন্দবাজার পত্রিকা

... বিধানসভায় নিজের পৃথক অবস্থান বুঝিয়ে দিয়ে একাকী ওয়াক আউট। বাইরে গিয়ে কখনও লবিতে একাই স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ, কখনও বিল ছিঁড়ে প্রতিবাদ। কোনও ব্যঙ্গ-কটাক্ষেই বিচলিত না হয়ে নিজের কাজ করে যাওয়ার এই নজিরই তৈরি করেছিলেন দেবু’দা।

পরিণত বয়সে জীবন থেকে তাঁর ওয়াক আউটের খবরটা এক ঝটকায় মনে পড়িয়ে দিয়ে গেল কত কিছু! ঠিক কবে প্রথম বার দেখা, মনে নেই। কবে শেষ বার দেখা হয়েছে, খতিয়ান নেই তারও। তাঁকে দেখে যা শিখেছি, মনে আছে এবং থাকবে পুঙ্খানুপুঙ্খ।

... সেই ১৯৭৭থেকে ২০১১ সাল গোটা বাম জমানার ৩৪ বছর তিনি জয়নগরে অপরাজিত। টানা ৭ বার। প্রথম প্রথম বিধানসভার খবর করতে গিয়ে তাঁকে দূর থেকেই দেখা। তাতেও চোখে পড়তো, শাসক বা বিরোধী দলের বেঞ্চ থেকে যেমন ঠাট্টাই হোক, স্পিকার হাসিম আব্দুল হালিম তাঁকে বেশ গুরুত্ব দেন। কিছু দিন পরে এক সিনিয়র সাংবাদিকের মাধ্যমে দেবু’দার সঙ্গে আলাপ।

... বিধানসভার দো’তলায় ছিল তাঁর ছোট্ট ঘর। এখনকার মতো যে কোনও নথি পিডিএফ করে মোবাইল মারফত হাতের মুঠোয় পৌঁছে দেওয়ার যুগ সেটা নয়। দেবু’দার কাছে গিয়ে বিল বা স্ট্যান্ডিং কমিটির রিপোর্ট জোগাড় করেছি বেশ কয়েক বার। সেই সঙ্গেই তাঁর কাছে মিলত এসইউসি-র ছোট ছোট কিছু প্রকাশনা। চটি বই, পুস্তিকা। বই, পত্রিকা (সব মিলে লিটারেচার) এই চর্চাটা এখনকার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ক্ষীণ হয়ে এসেছে একেবারেই।

... নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণ প্রতিরোধ কমিটির হয়ে স্থানীয় মানুষের লড়াইয়ের কথা বিধানসভায় তুলেছেন দেবু’দা। আরও নানা বিষয় যোগ হয়ে পরের দিকে নন্দীগ্রাম শাসক ও বিরোধী দু’টি দলের মধ্যে এলাকার কর্তৃত্বের লড়াইয়ে পরিণত হওয়ার আগে জমি আন্দোলনে এসইউসি-র সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ছিল। সেই অবস্থান থেকেই বিধানসভার মধ্যে ছিল দেবু’দার সক্রিয়তা।

... এসইউসি যে হেতু সংসদীয় ব্যবস্থা-নির্ভর দল নয়, বাইরেও দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। লেনিন সরণিতে এসইউসি-র পুরনো দফতরে কত বার। ভাঙাচোরা বাড়ি, বাইরে থেকে খোলা সিঁড়ি, দফতরে স্থান অকুলান, পার্টিশন দিয়ে বিভাগ আলাদা করা সেই দফতর। খুব আটপৌরে, ভগ্নপ্রায়। কিন্তু কী ঐশ্বর্য ছিল সেই বাড়িটার! উপর থেকে ব্যস্ত লেনিন সরণি দেখতে অদ্ভুত লাগত। সাংবাদিক সম্মেলনে গিয়ে অগ্রজ জয়ন্ত চৌধুরীর সঙ্গে ওই বাড়ির খোলা বারান্দা বা ছাদে বৃষ্টিতে ভিজেছিও আমরা।

... মনে আসতে থাকা নানা গল্পকে এক সূত্রে জুড়লে যে বার্তাটা উঠে আসে) নিজে আদর্শ এবং অবস্থানের প্রতি বিশ্বাস ও দৃঢ়তা থাকলে একা একাও লড়ে যাওয়া যায়। নিজের কথা জোর গলায় বলে যাওয়া যায়। দেবু’দাকে দেখে পাওয়া মোক্ষম পাঠ এটাই।

... জীবনের হারানো অধ্যায়ের কিছু স্মৃতি উস্কে দিয়ে বিদায় নিয়েছেন এক জন ভাল মানুষ, ভদ্র রাজনীতিক।

রাজনীতিকে নীতির রাজা হিসাবেই দেখতেন

মোসারফ হোসেন, বর্তমান

একজন মানুষ, একজন নেতা, একজন পরিষদীয় রাজনীতিবিদ হিসেবে দেবপ্রসাদবাবুকে যত দেখেছি, অবাক হয়েছি। দেখতাম অধিবেশনের ফাঁকে রোজই কিছুটা সময় বিধানসভার দোতলার লাইব্রেরিতে পুরনো রেকর্ডপত্রে বুঁদ হয়ে গেছেন। সভার মধ্যেও সংক্ষিপ্ত ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের মাধ্যমে সর্বদা নিজের উপস্থিতি জানান দিতেন। রাজনীতিকে রাজার নীতি নয়, উনি নীতির রাজা হিসেবেই দেখতেন। আমার কলেজ জীবনে যখন প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতাম, তখন থেকেই ওনার দৃপ্ত ব্যক্তিত্ব আমায় মুগ্ধ করত। ওই মহান মানুষটির প্রয়াণে সত্যিই অনেক ক্ষতি হয়ে গেল।

সবার আগে বিধানসভায়

শৈবাল বিশ্বাস

দেবপ্রসাদ সরকার ছাড়া বিধানসভা একটা সময় ভাবা যেত না। আমরা ঠাট্টা করে বলতাম, ভদ্রলোক রাতে তেল মেখে শুয়ে পড়তেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে চান করেই গোটা পাঁচেক কলিং অ্যাটেনশন, তিরিশটা মেনশন, গোটা দশ-বারো কোশ্চেন নিয়ে সবার আগে বিধানসভায়।

৩০ বছরের মধ্যে সর্ববৃহৎ রেল ধর্মঘট ব্রিটেনে, ফুঁসছে মানুষ

চাকরির নিরাপত্তা, বেতন ও পেনশনের দাবিতে ব্রিটেনের রেলকর্মীরা দেশ জুড়ে ধর্মঘটে নেমেছেন। ধর্মঘটের এই চেহারা ৩০ বছরের মধ্যে ব্রিটেনের মানুষ দেখেনি। ২১ জুন থেকে দশ হাজারেরও বেশি রেল কর্মচারী কাজ বয়কট করায় রেল পরিষেবা বিধ্বস্ত। টিউব রেলকর্মীরাও ধর্মঘট করছেন। এই ধর্মঘট জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। বাসগুলিতে যাত্রীর ভিড় ভয়ঙ্কর, অ্যাপ-ক্যাব অমিল। যাতায়াত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় রেস্টুরেন্ট-বার-কাফেতে লোকজন কম। সমুদ্র-যান এবং বাস সহ অন্যান্য পরিবহণ শ্রমিকরাও ধর্মঘটে যোগ দিয়েছেন।

৪০ হাজার সাফাইকর্মী, সিগন্যালম্যান, মেন্টেনান্স স্টাফ এবং স্টেশন কর্মচারীরা লাগাতার ধর্মঘটে নেমেছেন। করোনার গত দু'বছরে সরকারের সহযোগিতায় বেসরকারি রেল কোম্পানিগুলি রেল-পরিষেবার নানা ক্ষেত্রে ব্যয় কমাচ্ছে এবং কর্মচারীদের ছাঁটাই করছে। কর্মচারীরা ভয়ঙ্কর মূল্যবৃদ্ধির এই বাজারে বেতন বাড়ানোর দাবি বারবার জানালেও রেল কোম্পানিগুলি মাত্র ৩ শতাংশ বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু বর্তমানে ১০ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধির বাজারে এই প্রতিশ্রুতি কর্মীদের ক্ষোভের আগুনে ঘি ঢালে। জ্বালানি, খাদ্যদ্রব্যের দামবৃদ্ধির প্রতিবাদে ইতিমধ্যেই দেশের নাগরিকদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে।

প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন চাপে পড়ে করোনা-পরবর্তী অর্থনীতির দুর্দশার দোহাই পেড়ে কর্মচারী ইউনিয়ন ও জনসাধারণকে এই পরিস্থিতির জন্য দোষী সাব্যস্ত করেই দায় সেরেছেন। ইউনিয়নের সদস্যরা জানিয়েছেন, ধর্মঘট অশনিসঙ্কেত মাত্র। মূল্যবৃদ্ধিতে জেরবার শিক্ষক, চিকিৎসক, সাফাইকর্মী, আইনজীবী ও সমাজের সব অংশের বিক্ষোভে ফেটে পড়া শুধু সময়ের অপেক্ষা।

পাটের ন্যায্য দামের দাবিতে এআইকেকেএমএস-এর বিক্ষোভ

এ বছর পাটের সরকারি সহায়ক মূল্য কুইন্টাল প্রতি ৪৭৫০ টাকা ধার্য হয়েছে, বাস্তবে যা এক কুইন্টাল পাটের উৎপাদন খরচের অর্ধেক। এর প্রতিবাদে ২৯ জুন জেসিআই-এর রাজ্য দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায় এআইকেকেএমএস।

সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক গোপাল বিশ্বাস বলেন, এ দিন জুট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে বলা হয়েছে, ফসল পরিচর্যার নানা স্তরের খরচ বাদ দিয়েও গড়ে এক কুইন্টাল পাটের উৎপাদন খরচ ৮৪০০ টাকা। ডঃ স্বামীনাথন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী উৎপাদন খরচের দেড় গুণ দাম নির্ধারণ করলে পাটের সহায়ক মূল্য দাঁড়ায় কমপক্ষে ১২,৬০০ টাকা। অথচ সরকারি দাম ৪,৭৫০ টাকা কুইন্টাল।

এআইকেকেএমএস-এর দাবি, পাটের দাম কমপক্ষে কুইন্টাল প্রতি ১২,০০০ টাকা করতে হবে এবং গ্রাম-পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত ক্রয়কেন্দ্র খুলে জেসিআইকে সরাসরি চাষিদের কাছ থেকে পাট কিনতে হবে। তিনি সস্তায় চাষিদের সার্টিফায়েড বীজ দেওয়ারও দাবি জানান।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পরবর্তী বছরে পাটের দাম নির্ধারণের সময়ে কমিশন ফর এগ্রিকালচার কস্ট অ্যান্ড প্রাইসের-এর বৈঠকে এআইকেকেএমএস-কে উপস্থিত থাকার এবং বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে কমিশন জানিয়েছে।

সাংবাদিকদের চোখে কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার

ছয়ের পাতার পর

বিরল ব্যক্তিত্ব

তন্ময় চ্যাটার্জী, হিন্দুস্তান টাইমস

বাংলার রাজনীতি একজন বিরল ব্যক্তিত্বকে হারাল। একবার দেবপ্রসাদবাবুর ঘরে গেছিলাম। দেখলাম ধুতি আর হাফহাতা গেঞ্জি পরে উনি ওনার কালো পাম্পসুটা পরিষ্কার করছেন। বর্ষার কাদা লেগেছিল। ওই একপাটি জুতো ছিল ওনার। তখনই বয়স ষাটের কাছাকাছি। কিন্তু মাথায় একটাও পাকা চুল নেই। একবার মজা করে জিজ্ঞেসও করেছিলাম। দেবপ্রসাদবাবু হেসে বলেছিলেন, 'সারাদিন মাঠেঘাটে ছুটে বেড়াতে হয় তো। চুল আর পাকার সময় পায়নি।'

একটুও বাড়িয়ে বলেননি। মাইলের পর মাইল হাঁটতেন। বিধানসভার কাজ শেষ হবার পর প্রতিটা খবরের কাগজের অফিসে যেতেন যদি কোনও বিশেষ বিল নিয়ে আলোচনা হত সেদিন। উনি এসে বলতেন ওনার দল ওই আইন নিয়ে কী ভাবছে। স্টেটসম্যানে বিধানসভার খবর লেখার সময় কয়েকবার ওনার দলের বক্তব্য লিখেছিলাম। উনি যত্ন করে সব কাগজের কাটিং রেখে দিতেন। অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ এবং নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন তিনি।

আদর্শের প্রতি অবিচল

অরূপ মণ্ডল, টিভি ১৮

৭ বারের বিধায়ক দেবপ্রসাদ সরকার, জয়নগরের মানুষের কাছে আর পার্টি কর্মীদের কাছে তাঁর পরিচয় ছিল দেববাবু। দলে দেববাবু ছিলেন শচীন ব্যানার্জী, সুবোধ ব্যানার্জী, ইয়াকুব পৈলান (পৈলান সাহেব) -দের উত্তরসূরী। ব্যক্তিগত জীবনে বাহুল্য বর্জিত, অনাড়ম্বর। সাদা ধুতি, পাঞ্জাবী আর শীতকালে তার ওপর একটা কাশ্মীরি শাল। এর বাইরে কোনও পোষাকে দেববাবুকে কেউ দেখেনি। নিজের বিধানসভা কেন্দ্র জয়নগর থেকে লোকাল ট্রেনে চেপে আর পাঁচজন নিত্যযাত্রীদের সঙ্গে কলকাতায় দলের রাজ্য দপ্তরে আসতেন। বিধানসভায় যেতেন শিয়ালদা থেকে বাসে চেপে। বহুদিন, কাঁধে ঝোলা ব্যাগ নিয়ে, বিধানসভা থেকে বেরিয়ে ফুটপাথ ধরে তাঁকে হাঁটতে দেখেছি। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যেতেন ওয়েলিংটনে দলের রাজ্য দপ্তরে। সেখানে দলীয় কাজ সেরে রাতে শিবপুরের কমিউনে বা জয়নগরে ফেরা। জয়নগরে তাঁর পৈত্রিক বাড়ি। দলের কার্যালয় থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে। কিন্তু, বাড়িতে তিনি কখনও থাকেননি। জয়নগরে থাকলে তাঁর ঠিকানা ছিল দলীয় পার্টি অফিসের এক চিলতে ঘর। সেই ঘরে যারা গেছেন, তারা দেখেছেন, আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে আজীবন লড়াই করা এক বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী ও জনপ্রতিনিধির জীবনযাপন কতটা বাহুল্যবর্জিত, সাদামাটা হতে পারে।

আট বাই ছয়ের সেই ঘরে আসবাব বলতে ছিল একটা দড়ির খাটিয়া। বিশ্রাম নেওয়া বা রাতে ঘুমোনোর জন্য। খাটিয়ার নিচে থাকত জামাকাপড় কাচার সাবানের একটা প্যাকেট, তেলের শিশি, লাইফবয় বা লাক্সের মতো সস্তা দামের সাবান। জানালার পাশে টেবিল ল্যাম্প সহ নড়বড়ে একটা কাঠের টেবিল। তার ওপর স্তূপীকৃত কাগজপত্র। দেওয়ালে মার্ক্স, এঙ্গেলস এর ছবির পাশে শিবদাস ঘোষের ছবি। ঘরের এক কোণে একটা মাটির কুঁজো (জল রাখার), পাশে দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা একটা স্টিলের থালা আর কাঁচের গ্লাস। ঘরের দেওয়ালে পেরেক মেরে টাঙানো দড়িতে ঝুলত ব্যবহৃত জামা-কাপড় থেকে স্নানের গামছা। অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি সস্তা একটা ট্রাঙ্কে থাকত কয়েক সেট ধুতি পাঞ্জাবী, শীতের শাল, সঙ্গে দু একটা গরমের পোষাক। দেওয়ালে টাঙানো বইয়ের তাক। তাতে শিবদাস ঘোষ থেকে শুরু করে বামপন্থী রাজনীতির নানা বই। এই নিয়েই দীর্ঘ এতগুলো বছর পার করে দিলেন দেববাবু।

নির্মোহ দৃষ্টিতে মাস্টারমশাই দেববাবুকে দেখলে এটা বলা অন্যায় হবে না যে, দেবপ্রসাদ সরকার কোনদিনই খুব বড় মাপের সংগঠক বা সংগঠন বোঝা নেতা ছিলেন না। আপাদমস্তক শিক্ষিত দেববাবু মনে করতেন দলের বিধায়ক হিসাবে এলাকার মানুষের সমস্যা ও তার দলের রাজনীতিকে সঠিকভাবে বিধানসভায় তুলে ধরা তাঁর অন্যতম কাজ। আর, এই কাজে তিনি ছিলেন অক্লান্ত এক কর্মী। দীর্ঘ ৩৪ বছরে সঙ্গীবিহীন এবং একা।

বন্ধুতার সম্পর্ক ছিল

অশোক সেনগুপ্ত

একটা ব্যাগ নিয়ে মূলত হেঁটেই যাতায়ত করতেন গন্তব্যে। তখন গাড়ি চড়ার প্রচলন কম ছিল। অধিবেশনের দিন সংবাদপত্র দফতরগুলোয় আসতেন। প্রেস বিবৃতি দিয়ে যেতেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে একটা বন্ধুতার সম্পর্ক ছিল। বহুকাল যোগাযোগ নেই। কিন্তু মনে হচ্ছে কাছের একজন মানুষ চলে গেলেন।

মানুষটি যেন রূপকথার চরিত্র

গৌতম সরকার, টাইমস অফ ইন্ডিয়া

এই কমিউনবাসী মানুষগুলি যেন রূপকথার চরিত্র হয়ে যাচ্ছেন। মতাদর্শের সঙ্গে একমত কেউ হতে পারে, নাও পারে। কিন্তু এমন ত্যাগ, তিতিক্ষা, লক্ষ্যের প্রতি অবিচল, দায়বদ্ধ মানুষগুলোর কথা ভাবলে নিজেদের ভীষণ ধান্দাবাজ, স্বার্থপর, সংকীর্ণমনা বোধ হয়।

অন্য রকম বামপন্থী

বিশ্বজিৎ রায়, টেলিগ্রাফ

দেবপ্রসাদ বাবু ভিন্ন রকম মানুষ, অন্য রকম বামপন্থী। অ্যাসেম্বলির দিনগুলোতে অন্য বিধায়কদের মতো ওকে কোনও দিন লবিতে খোশগল্প করতে দেখিনি। মাঝেমধ্যে ওকে খুব যান্ত্রিক মনে হত। ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার সুযোগ বিশেষ পাইনি। ওর বক্তব্য আনন্দবাজার বা টেলিগ্রাফে খুব একটা জায়গা পেত না। ফলে প্রায়শই লজ্জায় পড়তাম, এড়িয়ে যেতাম। উনি বিশেষ অনুযোগ করতেন না। কিন্তু সিপিএম বিধায়করা যখন হাউজের ভেতরে বা বাইরে ওকে বিদ্রুপ করতেন, তখন খুবই খারাপ লাগত। একটি ছোট বাম দলের কার্যত একমাত্র প্রতিনিধির প্রাপ্য সম্মানটুকু ওরা দিতেন না। যদিও তাঁর দল যুক্তফ্রন্টের সময় সিপিএমের সহযোগী ছিল। দেশ ও রাজ্যের রাজনীতিতে পরিষদীয় সৌজন্য ও শিষ্টাচার অনেকদিন আগে থেকেই মুছে যেতে শুরু হয়েছে। এখন তো কেন্দ্র-রাজ্য, পুরসভা পঞ্চায়েত সব স্তরেই তা বিলুপ্ত। ওনার চলে যাওয়া সেটা মনে পড়িয়ে দিল।

বিরলতম রাজনীতিক

অনিন্দ্য জানা, অনলাইন আনন্দবাজার

দেবপ্রসাদবাবু বিরল নয়, বিরলতম রাজনীতিক। তাঁর চলে যাওয়ায় মন খারাপ হচ্ছে।

সমাজের ক্ষতি

দীপক ঘোষ, এ বি পি আনন্দ

দীর্ঘদিন থেকেই তিনি চলে গিয়েছিলেন চোখের আড়ালে। যখন তার উপস্থিতি থাকতো, সেটা থাকতো প্রবলভাবেই। আখের গোছাতে নয়, রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকে রাজনীতি করার মানুষ ক্রমশ কমে যাচ্ছে। এটা আমাদের সমাজের ক্ষতি।

দলের প্রতি একনিষ্ঠ

মিলেনিয়াম পোস্ট

বামফ্রন্ট শাসনে এসইউসিআই-এর দু'জন এমএলএ ছিলেন। বামফ্রন্ট সরকারের ইংরেজি তুলে দেওয়ার নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন দেবপ্রসাদ সরকার। তিনি অবাধ প্রমোশন নীতির বিরোধী ছিলেন। তিনি বিধানসভায় নিয়মিত আসতেন এবং নানা বিতর্কে অংশ নিতেন। থাকতেন পার্টি কমিউনে। দলের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা এবং সহজ-সরল স্বভাবের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

হুল দিবস সকল নিপীড়িত মানুষের

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ৩০ জুন হুল দিবস উপলক্ষে শুধুমাত্র আদিবাসী (সাঁওতাল) সম্প্রদায়ের জন্য ছুটি ঘোষণা করেছেন। এই ঘটনায় বিস্মিত আদিবাসী সমাজ।

ফেডারেশন অফ আদিবাসী অর্গানাইজেশনস-এর সাধারণ সম্পাদক পরিমল হাঁসদা ওই দিনই এক বিবৃতিতে বলেন, ১৮৫৫-'৫৬ সালে যে সাঁওতাল বিদ্রোহ স্মরণে হুল দিবস উদযাপিত হয়, এ কথা ঠিক যে, তাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সিদো মুর্মু ও কানহু মুর্মু নামে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের দুই বীর যুবক। কিন্তু জমিদার, সুদখোর মহাজন ও ব্রিটিশের নিপীড়নের বিরুদ্ধে সেই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে শুধু সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষই নন, আদিবাসী সম্প্রদায়ের অন্যান্য অংশের মানুষ সহ সমস্ত গরিব নিপীড়িত মানুষই যোগ দিয়েছিলেন।

সিদো ও কানহু ছিলেন সেই সময়ের সমস্ত নিপীড়িত মানুষের নেতা। ফেডারেশনের দাবি, হুল দিবস উপলক্ষে ৩০ জুন সকলের জন্য ছুটি ঘোষণা করা হোক।

অঙ্গনওয়াড়ি ঃ বেতন কাটছে বিজেপি সরকার

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা গত ২৯ ডিসেম্বর থেকে ১১৮ দিন ধর্মঘট চালিয়ে হরিয়ানার বিজেপি সরকারকে বাধ্য করে তাঁদের অধিকাংশ দাবি মেনে নিতে। এখন সেখানকার বিজেপি সরকার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে তাঁদের ধর্মঘটের সময়কালীন প্রাপ্য ভাতার ২৫ থেকে ৭৫ শতাংশ কেটে নিচ্ছে। এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এআইইউটিইউসি-র হরিয়ানা রাজ্য সভাপতি কমরেড রাজেন্দ্র সিং এবং সম্পাদক কমরেড হরিপ্রকাশ ২৩ জুন এক বিবৃতিতে বলেন, চুক্তি অনুসারে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা ধর্মঘটের সময়ের সমস্ত বকেয়া কাজ করে দিয়েছেন। অথচ সরকার চুক্তিভঙ্গ করে কর্মীদের বেতন যথেচ্ছ ভাবে কেটে নিচ্ছে, ছাঁটাই কর্মীদের ফিরিয়ে নেওয়া ও ধর্মঘটের জন্য দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করছে না। সংগঠনের পক্ষ থেকে অবিলম্বে বকেয়া ভাতা প্রদান, ছাঁটাই কর্মীদের পুনর্বহাল ও মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়েছে।

বিদ্যুৎ পর্ষদের পার্ট-টাইম সুইপারদের সম্মেলন

২৫ জুন কলকাতার তারাপদ মেমোরিয়াল হলে এআইইউটিইউসি এবং এআইপিএফ অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ পার্ট-টাইম সুইপারস ইউনিয়নের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। শতাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সহ সভাপতি কমরেড পঙ্কজ মণ্ডল। প্রধান বক্তা ছিলেন এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং এআইপিএফ-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড সমর সিনহা। তিনি বলেন, রাজ্যের বিদ্যুৎ শিল্পের সবচেয়ে শোষিত ও অবহেলিত পার্ট-টাইম কর্মীদের নিয়ে ১৯৯৯ সালে এই ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। এরপর ধারাবাহিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে চাকরির নিরাপত্তা, ৬০ বছর পর্যন্ত চাকরি, বোনাস, ইপিএফ ও পেনশন, ইএসআই ও অবসরকালে এককালীন তিন লক্ষ টাকা প্রাপ্তি প্রভৃতি দাবি আদায় হয়েছে। কিন্তু কোম্পানির একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মীর প্রতি ঘন্টার বেতনের সাথে সমতা রেখে আনুপাতিক হারে বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার দাবি আজও অপূরিত রয়ে গেছে।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড অশোক দাস, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও পুরুলিয়া জেলা সম্পাদক কমরেড প্রবীর মাহাতো, পার্ট-টাইম সুইপারস ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড মানস কুমার সিনহা, পাওয়ারমেন্স ইউনিয়নের সহ-সভাপতি কমরেড কাশীনাথ বসাক এবং সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ দাশগুপ্ত। সম্মেলন থেকে কমরেড মানস কুমার সিনহাকে সভাপতি ও গৌর প্রামাণিককে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৪ জনের রাজ্য কমিটি গঠন করা হয়।

চাকরির দাবিতে হরিয়ানায় আন্দোলন

হারিয়ানার রোহতকে সকল বেকারের চাকরির দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় বেকারি বিরোধী মঞ্চ। ২৫ জুন

কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার স্মরণসভা

১১ জুলাই, জয়নগর, বেলা ১টা

সভাপতি ঃ কমরেড রবীন মণ্ডল

বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ

কৃষিজমিতে প্রতিরক্ষা কারখানা!

ক্ষতিপূরণের দাবিতে কৃষক-আন্দোলন তেলেঙ্গানায়

তেলেঙ্গানার জাহিরাবাদে প্রতিরক্ষা সামগ্রীর কারখানা করার জন্য সম্প্রতি ৫০০ একর কৃষিজমি জোর করে অধিগ্রহণ করেছে রাজ্যের কে চন্দ্রশেখর রাও সরকার। ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং জোন (এনআইএমজেড)-এর জন্য অধিগৃহীত এই জমিতে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) পদ্ধতিতে প্রতিরক্ষা কারখানার জন্য কয়েক হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে। রাজ্য সরকার কৃষকদের নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাংগারেড্ডি জেলার ওই উর্বর জমি দান করেছে ভেম টেকনোলজি নামে এক বেসরকারি কোম্পানিকে। এই কারখানা হলে ওই অঞ্চলের বেশ কয়েকটি গ্রামের কৃষকদের উচ্ছেদ হতে হবে। অথচ সরকার জমি অধিগ্রহণ আইনের নিয়ম মেনে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পর্যন্ত দিচ্ছে না।

জাতীয় সড়কের কাছে অবস্থিত এই জমির বর্তমান বাজারমূল্য যেখানে প্রতি একর ৩০ লাখ থেকে ১ কোটি, সেখানে সরকার নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দেওয়ার মতলব করছে। অধিকাংশ কৃষক চাষের জন্য লাখ-লাখ টাকা ব্যাঙ্ক-ঋণ নিতে বাধ্য হয়েছেন। সরকারের এই পদক্ষেপ তাদের বিপদগ্রস্ত করেছে। স্বাভাবিক ভাবে এর বিরুদ্ধে তাঁরা আন্দোলনে নেমেছেন। ক্ষমতায় আসীন তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় সমিতির শিল্পমন্ত্রী ২২ জুন কারখানার শিলান্যাস করতে গেলে কৃষকরা জমির ন্যায্য ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান।

কৃষকরা গত ছ' বছর ধরে জমি জবরদখলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন। জাহিরাবাদ, জেলা সদর সাংগারেড্ডিতে তাঁরা বারকয়েক অনশন, ধরনা, বিক্ষোভ-অবস্থান করেছেন। কিন্তু সরকার তা নিয়ে টুঁ শব্দটি করেনি। শিল্পমন্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের নিয়ে একটি বাক্যও খরচ করেননি। উল্টে কৃষকরা মন্ত্রীকে দাবিপত্র দিতে গেলে সেই আন্দোলনে বেধড়ক লাঠি চালায় পুলিশ। ১০০ জন কৃষক সহ ১২০০-র বেশি আন্দোলনকারীকে গ্রেপ্তার করে।

আন্দোলন যাতে জোরালো হতে না পারে তার জন্য স্থানীয় ১৭টি গ্রামের কৃষকদের খেতের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ। জোর করে আশপাশের দোকান বন্ধ করে দিয়েছে যাতে কোনও জমায়েত না করতে পারে কৃষকরা। তা সত্ত্বেও আন্দোলনকারীরা দাবি আদায়ে অনড়।

আদিবাসীদের উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ওড়িশার ময়ূরভঞ্জে বিক্ষোভ

ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার সিমিলিপাল জৈবমণ্ডলের পাদদেশে অবস্থিত গ্রাম্য জঙ্গলকে সংরক্ষিত জঙ্গল বলে ৬ জুন সরকারি নোটিস জারি হয়। এর বিরুদ্ধে ২০ জুন বিশোই ব্লকের নোয়াগাঁও, মনান্দা ও আশনা পঞ্চায়েতের প্রায় ১৭টি গ্রাম থেকে হাজার হাজার আদিবাসী মানুষ বাজপেয়ী মোড় থেকে মিছিল করে বিশোই তহশিল অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায়।

এসইউসিআই(সি)-র বিশোই ব্লক সম্পাদক কমরেড শৈল কুমার নায়কের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সভায় যশীপুরের পূর্বতন এস ইউ সি আই (সি) বিধায়ক কমরেড শম্ভুনাথ নায়েক বলেন, রাজ্য সরকার গ্রাম্য জঙ্গলগুলিকে সংরক্ষিত জঙ্গল হিসাবে নোটিস জারি করে ওই গ্রামগুলিতে পুরুষানুক্রমে বসবাস করে আসা নিরীহ আদিবাসীদের উচ্ছেদ করতে চাইছে। এই নোটিস অবিলম্বে বাতিল করা, বসবাসকারীদের পাট্টা প্রদান, আদিবাসী জনগণকে জঙ্গলজাত দ্রব্য সংগ্রহ করার অনুমতি দান ও নিরীহ আদিবাসীদের উপর বনবিভাগের অত্যাচার অবিলম্বে বন্ধ করা ইত্যাদি দাবি সভা থেকে ওঠে। স্থানীয় তহসিলদারের হাতে ৪ দফা দাবি সংবলিত এক স্মারকলিপি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে তুলে দেওয়া হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com